পুরশুড়ায় গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী, বোমা, বন্দুক পিছু ছাড়ছে না হুগলিকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, পুরশুড়াঃ পঞ্চায়েতের নির্বাচন শেষ হলেও গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব শেষ হল না হুগলির পুরশুড়া তৃণমূল কংগ্রেসে। এবার এক যুব তৃণমূল কর্মীকে গুলি চালিয়ে খুনের চেষ্টার অভিযোগ উঠল দলেরই মাদার গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। আক্রান্ত ওই তৃণমূল কর্মীর নাম সেখ মঞ্জুর আলি। জানা গেছে, তিনি এলাকার অঞ্চল সভাপতি সোনার ভাই। এই ঘটনায় পুলিশ সেখ মনতাজুল ও আবু ছরাই নামে দুজনকে গ্রেফতার করেছে। বুধবার মৃতদের আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাদের ৪দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। অন্যদিকে আহত মঞ্জুর আলির চিকিৎসা চলছে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে। তাঁর বাড়ি পুরশুড়ারই ঘোলদিগরকই এলাকায়। স্থানীয় ও প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে গোপাল রসিদ নামে দলীয় কর্মীর বাইকে চড়ে মঞ্জুর বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁরা যখন ৩নং ডিপটিউবওয়েলের কাছে পৌঁছান তখনই মাদার গোষ্ঠীর কয়েকজন কর্মী দুটি বাইকে চড়ে এসে তাঁদের আক্রমণ করে বলে অভিযোগ। গুলি চালালে মঞ্জুরের বাঁ পায়ে গুলি লাগে। তিনি গুরুতর জখম হন। গোপাল রসিদ তাঁকে প্রথম শ্রীরামপুর ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করেন। পরে তাঁকে আরামবাগ মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এই ঘটনায় আক্রান্তের স্ত্রী পুরশুড়া থানায় ৬জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছেন।

দুর্গোৎসব কমিটির উদ্যোগে সচেতনতা র‍্যালি

নিজস্ব সংবাদদাতা, চুঁচুড়াঃ হুগলির চুঁচুড়া আরোগ্য এবং কারবালা মোড় বিবেকানন্দ রোড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' প্রকল্প নিয়ে এক বিশাল শোভাযাত্রা ও পথনাটিকা অনুষ্ঠিত হয়। এবিষয়ে অনুষ্ঠানের আহ্বায়ক ইন্দ্রজিৎ দত্ত বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বপ্নের 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ' প্রকল্পের ফলে রাজ্যে বর্তমানে পথ দুর্ঘটনার সংখ্যা অনেক কমে গেছে। তাই মানুষের মধ্যে এবিষয়ে আরও সচেতনা বাড়াতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এদিন পতাকা নাড়িয়ে শোভাযাত্রার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের পুলিশ কমিশনার অজয়কুমার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিক ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। এদিনের এই শোভাযাত্রায় পুলিশ ব্যান্ডের পাশাপাশি ট্রাফিক পুলিশ ও সংস্থার প্রায় হাজার খানেক সদস্য মোটর বাইকে এবং হাজার খানেক মহিলা হেঁটে অংশ নেন। পাশাপাশি একটি পথনাটিকা ও বাউল গানের মাধ্যমেও হেলমেট পরা এবং সিট বেল্ট পড়ার উপকারিতা মানুষকেবোঝানো হয়। এছাড়া চুঁচুড়া আরোগ্য এবং কারবালা মোড় বিবেকানন্দ রোড সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির যৌথ উদ্যোগে একটি বিশেষ ট্যাবলো গাড়ি করা হয়েছে। যা দুর্গাপুজোর সময় সারা চুঁচুড়া শহর ঘুরবে।

ডেঙ্গু সচেতনতা র‍্যালি ও বৃক্ষরোপণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাটঃ হুগলি জেলার গোঘাট থানার বালি অঞ্চল বন্যাকবলিত এলাকা বলে পরিচিত। সেই কারণে এখানে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা রয়েছে। মশা যাতে এখানে বংশবিস্তার করতে না পারে তাই বালি অঞ্চল উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রের পক্ষ থেকে বুধবার এক সচেতনতা র‍্যালি করা হয়। র‍্যালি শেষে বিভিন্ন স্কুলে প্রায় ৩ হাজার বৃক্ষরোপণ করা হয়। বালি সারদামণি বিদ্যালয়ে এর অনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বিধায়ক মানস মজুমদার। এরপর দীঘড়া, দামোদরপুর, বালি ব্যায়াম সমিতির ফুটবল মাঠে এই কর্মসূচীতে বিধায়ক ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন গোঘাট ১নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মনোরঞ্জন পাল, গোঘাট

যুব্ধ বিডিও প্রবীরকুমার দত্ত, তৃণমূল যুব নেতা প্রদীপ রায়, তৃণমূল নেতা প্রভাত অধিকারী, পঞ্চায়েতের প্রধান মৃত্যুঞ্জয় পাল, উপপ্রধান মলয় নন্দী প্রমুখ। এছাড়াও ছিলেন নির্মাণ সহায়ক থেকে শুরু করে সদস্য, আশাকর্মী, আই সি ডি এস কর্মী প্রমুখ। বিধায়ক মানস মজুমদার বলেন, ডেঙ্গু নিয়ে মানুষকে সচেতন করতে এই র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি সবুজকে বাঁচানোর জন্য বৃক্ষরোপণ করা হচ্ছে। আগামী দিনে গোঘাট বিধানসভা এলাকাকে সবুজে মুড়ে ফেলা হবে।

'শিক্ষারত্ন' প্রধানশিক্ষককে সম্বর্ধনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগঃ স্কুলের প্রধানশিক্ষক এবছর 'শিক্ষারত্ন' সম্মান লাভ করেছেন। তাই বুধবার নিজের স্কুলের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বর্ধনা দেওয়া হল। ঘটনাটি হুগলির আরামবাগ হাইস্কুলের। এই স্কুলের প্রধানশিক্ষক অশোক বৈরাগীকে গত ৫ সেপ্টেম্বর রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে 'শিক্ষারত্ন' সম্মান প্রদান করা হয়। তাঁর এই কৃতিত্বকে উপভোগ করতে এদিন আরামবাগ রবীন্দ্রভবনে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। এছাড়াও এদিন স্কুলের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানও করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক কৃষ্ণচন্দ্র সাঁতরা, পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি

গুণধর খাঁড়া, স্কুল শিক্ষাদপ্তরের এডিআই চন্দ্রশেখর জাউলিয়া, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ আশিসবরণ সামন্ত, প্রাক্তন অধ্যাপক শৈলেন সরকার, প্রাক্তন শিক্ষক ভবানীপ্রসাদ মণ্ডল, নবকুমার ঘোষ, স্বপন মণ্ডল, স্বপন মেদ্দা প্রমুখ। এছাড়াও স্কুলের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা এবং অভিভাবক-অভিভাবিকারাও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

চাঁদার জুলুম, মাথা ফাটানো হল ট্রাকচালকের

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাটঃ দাবিমতো চাঁদা না দেওয়ায় এক ট্রাক চালককে মারধরের অভিযোগ উঠল একটি দুর্গাপুজো কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে। এই ঘটনায় ওই ট্রাকচালক গোঘাট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির গোঘাটের হাজিপুর সংলগ্ন ক্যানেলপুল এলাকায়। আক্রান্ত ওই ট্রাকচালকের নাম সেখ হাফিজুল রহমান। বাড়ি আরামবাগের কাঁটবনীতে। হাফিজুলের অভিযোগ, তিনি আরামবাগ থেকে একটি ছোট ট্রাক নিয়ে মেদিনীপুর যাচ্ছিলেন। তখন ক্যানেলপুলের কাছে স্থানীয় ক্লাবের কিছু যুবক তাঁর গাড়ি আটকায়। দুর্গাপুজোর জন্য ৫০ টাকা চাঁদা দাবি করে। কিন্তু তিনি ২০ টাকা দিতে রাজি হন। দাবিমতো টাকা না দেওয়ায় এরপর ওই যুবকরা তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে মারধর শুরু করে। কাগজপত্র কেড়ে নেয়। শরীরের বিভিন্ন অংশ তাঁর চোট লাগে। মাথা ফেটে রক্ত বের হতে থাকে। এরপর তাঁর সহকারি তাঁকে কামারপুকুর গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। তাঁর মাথায় সেলাই দিতে হয়। পরে তিনি গোঘাট থানায় ওই পুজো কমিটির সদস্যদের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। যদিও ওই পুজো কমিটির পক্ষ থেকে এধরনের অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

চিটফান্ড আমানতকারী ও এজেন্টদের থানায় ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, তারকেশ্বরঃ অল বেঙ্গল চিটফান্ড সাফারার্স ওয়েলফেয়ার এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এজেন্টদের পূর্ণ নিরাপত্তা ও দোষীদের শাস্তি এবং আমানতকারীদের টাকা ফেরতের দাবিতে হুগলির তারকেশ্বর ও পুরশুড়া থানায় ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয়। প্রায় ৫০০ এজেন্ট ও আমানতকারী এই কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন। এদিনের ডেপুটেশনের মূলত তিনটি দাবি ছিল। এক, সরকারকে দায়িত্ব নিয়ে সমস্ত চিটফান্ড কোম্পানির আমানতকারীদের সুদসহ প্রাপ্য টাকা অবিলম্বে ফেরত দিতে হবে। দুই, এজেন্টদের পূর্ণ নিরাপত্তার দায়িত্ব প্রশাসনকে নিতে হবে। তিন, দোষীদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে এবং চিটফান্ড কান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত মৃতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। এ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদিকা অমিতা বাগ জানান, এখনও পর্যন্ত ৩০০জন এজেন্টের মৃত্যু হয়েছে। হাইকোর্ট ও সুপ্রীম কোর্টের নির্দেশ অনুসারে কোম্পানিগুলির সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে আমানতকারীদের টাকা সুদসহ ফেরত দিতে হবে। এজেন্ট ও আমানতকারীরা প্রতিনিয়ত নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছে। তাঁদের চিকিৎসা করানোর সামর্থ নেই। এজেন্টদের আর্থিক পরিস্থিতির দিকে নজর দিয়ে প্রশাসনকে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নিতে হবে। দোষীদের শাস্তি দিতে হবে। এই সমস্ত দাবিতে তারকেশ্বর ও পুরশুড়া থানায় ডেপুটেশন জমা দেওয়া হল। আগামী দিনে রাজ্যের প্রতিটি থানায় এজেন্ট ও আমানতকারীরা একই দাবি নিয়ে ডেপুটেশন জমা দেবে।

তারাহাট জনকল্যাণ সমিতির ৫০ বছর পূর্তি অনুষ্ঠান

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাটঃ হুগলির গোঘাট ২নং ব্লকের মান্দারণ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন তারাহাট জনকল্যাণ সমিতির ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে একগুচ্ছ কর্মসূচী পালন করা হল। এই উপলক্ষ্যে বুধবার তারাহাট সারদামণি বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচী পালন করা হয়। পরে এক রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এখানে ৫০জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। এছাড়াও একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন গোঘাট ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অনিমা কাটারি, পঞ্চায়েত প্রধান সানোয়ারা বেগম ছাড়াও গ্রামের বিশিষ্টজনেরা।

সাপের কামড়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, খানাকুলঃ সাপের কামড়ে মৃত্যু হল এক গৃহবধূর। মৃতের নাম মঙ্গলা মালিক (২৭)। বাড়ি হুগলির খানাকুলের খুনিয়াচক গ্রামে। বাড়িতে স্বামী ছাড়াও তাঁর এক ছেলে ও এক মেয়ে আছে। জানা গেছে, মঙ্গলবার রাতে তিনি বাথরুমে যাওয়ার জন্য বাইরে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় অন্ধকারে একটি বিষধর সাপের উপর পা দিয়ে দেন। সাপটি তখন তাঁর পায়ে কামড়ে দেয়। পরিবারের লোক তাঁকে সঙ্গে সঙ্গে আশঙ্কাজনক অবস্থায় নতিনপুর ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।

শিক্ষিকা কম, ক্লাস বন্ধ, স্কুলে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা, গোঘাটঃ প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষিকা কম, ফলে ক্লাস নিতে সমস্যা দেখা দিচ্ছে। এক একজন শিক্ষিকাকে প্রতিদিন অতিরিক্ত ক্লাস নিতে হচ্ছে। এরই প্রতিবাদে মঙ্গলবার টিফিনের পর থেকে ক্লাস নেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন শিক্ষিকারা। বুধবারও ক্লাস নেননি। এই ঘটনায় শিক্ষিকাদের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল স্কুলের ছাত্রীরা। উল্টোদিকে শিক্ষিকাদের অভিযোগ টিচার ইনচার্জের বিরুদ্ধে। তিনি প্রয়োজনীয় শিক্ষক নিয়োগের ব্যাপারে কোনও উদ্যোগ নেননি বলে অন্যান্য শিক্ষিকারা অভিযোগ তুলে তাঁর বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বুধবার তীব্র উত্তেজনা ছড়াল হুগলির গোঘাটের বদনগঞ্জ শ্রীশ্রী সারদামনি বালিকা বিদ্যালয়ে। অবস্থা সামাল দিতে ছুটে যেত হল পুলিশকে। স্কুলের শিক্ষিকা অর্চনা জানা জানান, এই স্কুলে প্রায় এক হাজার ছাত্রী। অথচ শিক্ষিকা মাত্র ১৩জন। তার মধ্যে

তিনজন আবার পার্শ্বশিক্ষিকা। স্কুলে ক্লার্ক পর্যন্ত নেই। তাঁর অভিযোগ, টিচার ইনচার্জ সমস্ত বিষয়টি জানেন। কিন্তু তবুও তিনি এব্যাপারে কোনও উদ্যোগ গ্রহণ করছেন না। স্কুলের ছাত্রীরা জানায়, পঠনপাঠন যেমন হয় না, তেমনি মিড ডে মিলের খাবারের মানও খুবই কম। ডিম তো হয়ই না, মাছ বলতে চুনো মাছ। ডালের সাথে ফ্যান মেশানো হয়। তারা আরও জানায়, আগস্ট মাস থেকে ভালোভাবে ক্লাস হচ্ছে না। এর ফলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীরা খুবই সমস্যায় পড়েছে। অন্যদিকে স্কুলের টিচার ইনচার্জ বিষ্ণুপ্রিয়া দাস বলেন, আমাদের স্কুলে প্রয়োজনের তুলনায় কম সংখ্যক শিক্ষিকা আছেন। আমি বিষয়টি এস আইকে দীর্ঘদিন আগেই জানিয়েছি। তাই শিক্ষিকা বা ছাত্রীরা যে অভিযোগ তুলছেন তা সঠিক নয়। শুক্রবার আমাদের পরিচালনা সমিতির মিটিং আছে। সেখানেও বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচনা হবে। আশা করছি, শীঘ্রই বিষয়টির সমাধান হয়ে যাবে। এদিকে পুলিশ পৌঁছে উভয়কে বিষয়টি নিজেদের মধ্যে মিটিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দেয়।

চন্দননগরে আন্তঃবিদ্যালয় প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, চন্দননগরঃ শারদীয়া উৎসবের প্রাক্কালে হুগলি জেলার চন্দননগরে খালসানী বিদ্যামন্দিরে এক অভূতপূর্ব অনুষ্ঠান হয়ে গেল বুধবার সকালে। 'স্বচ্ছ ভারত' এবং 'নির্মল বাংলা' গড়ার আদর্শ নিয়ে ভবিষ্যতে ভারতবর্ষ যাতে দূষণ মুক্ত দেশ হিসাবে সমগ্র বিশ্বে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হতে পারে এই উদ্দেশ্যে এক আমস্ত্রণমূলক আন্তঃবিদ্যালয় পরিবেশ বিষয়ক প্রশ্নোত্তর প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল। প্লাস্টিক দূষণ থেকে আরম্ভ করে, জীববৈচিত্র্য, জলদূষণ, বায়ুদূষণ, স্থলদূষণ, বিপন্ন প্রাণী বাংলার গাছ, সাপ বিভিন্ন বিষয়ের উপর দশটি রাউন্ডে প্রতিযোগিতা চলে। এই অনুষ্ঠানের অভিনবত্ব হল সমগ্র অনুষ্ঠানটিকে অডিও ভিস্যুয়াল মাধ্যমে তুলে ধরা হয় প্রতিযোগীদের সামনে। এই আকর্ষণীয় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অভিভাবক, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষক, স্থানীয় বিশিষ্ট মানুষ, পরিবেশ কর্মী প্রমুখ। এক একটি প্রশ্নোত্তরের পর পরিবেশের বিষয়টি প্রাঞ্জলভাবে উপস্থাপন করেন ড. মৈত্রেয়ী মিত্র। প্রতিযোগিতাটি পরিচালনা করেন সমিতির সভাপতি ড. সুদীপ্ত মোদক। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিবেশিত হয় খলিসানী বিদ্যামন্দির এবং চন্দননগর পরিবেশ উন্নয়ন সমিতির যৌথ উদ্যোগে।

ছাত্রছাত্রীরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। শ'খানেক আগ্রহী মানুষের উপস্থিতিতে সমগ্র অনুষ্ঠানটি অত্যন্ত উপভোগ্য হয়। অনুষ্ঠানের প্রথমে আয়োজক বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক শুভায়ন মিত্র সকলকে এই অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন।

প্রাক্তন পুরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন

নিজস্ব সংবাদদাতা, ভদ্রেশ্বরঃ হুগলির ভদ্রেশ্বর পৌরসভা এলাকায় প্রাক্তন পুরপ্রধান মনোজ উপাধ্যায়ের আবক্ষ মূর্তি স্থাপন ও একটি বাতানুকুল প্রতীক্ষালয় উদ্বোধন করেন মন্ত্রী তপন দাশগুপ্ত ও ইন্দ্রনীল সেন। এছাড়াও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভাটপাড়া পৌরসভার পুরপ্রধান তথা বিধায়ক অর্জুন সিং, উত্তরপাড়া বিধায়ক প্রবীর ঘোষালসহ চন্দননগর, ভদ্রেশ্বর, রিষড়া পৌরসভার পুরপ্রধান ও অন্যান্য তৃণমূলের নেতা ও নেতৃবৃন্দ।

পুজো আগে সাফাই অভিযান

নিজস্ব সংবাদদাতা, বাঁশবেড়িয়াঃ দুর্গাপুজোর প্রাক্কালে হুগলির বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ৭নং ওয়ার্ডে ডেঙ্গুর প্রতিরোধে স্থানীয় কাউন্সিলার তথা সিআইসি অমিত ঘোষের নেতৃত্বে চলল সাফাই অভিযান। এবিষয়ে অমিত ঘোষ বলেন, সারা বছর ধরেই এই সাফাই অভিযান চালানো হয়। তবে এদিন আসন্ন দুর্গাপুজো উপলক্ষ্যে বিশেষ সাফাই ও স্বাস্থ্য অভিযান চালানো হয়। এদিন এলাকায় প্রতিটি বাড়ি বাড়ি ঘুরে রাস্তা, ড্রেন পরিষ্কারের পাশাপাশি ব্লিচিং পাউডার, মশা মারার তেল, কামান চালানো হয়। এদিন অমিতবাবু ছাড়াও পুরসভার মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী ও সাফাই কর্মীরা সমস্ত এলাকা ঘুরে দেখার পাশাপাশি চেস্বারের গ্যাস পাইপে মশারির নেট বেঁধে দেওয়া হয়। তাছাড়া বাড়িতে কোথাও জল জমে রয়েছে কিনা বা জঙ্গল আছে কিনা তা খতিয়ে দেখা হয়। পাশাপাশি মশার লার্ভা মারার তেল স্প্রে করা হয়।

বেড়াতে আসুন কামারপুকুরে

কামারপুকুর মঠের মেইন গেটের পাশে থাকা ও খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে

যোগাযোগঃ বাসুদেব নন্দ, কামারপুকুর

ফোন ঃ ৯৭৩৩৫৯৫৬৬৯

পান্তাভাত ও ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে দুর্গাকে বিসর্জন মহিলাদের

জীবন মণ্ডল, কোন্নগর ঃ গঙ্গা থেকে ধরে আনা জেলেদের ইলিশ মাছ দিয়ে দশমীর দিন বাড়ির বিবাহিত মহিলারা পান্তাভাত ও ইলিশ মাছ ভাজা খেয়ে গঙ্গায় বিসর্জন দেন মা দুর্গাকে। এই রেওয়াজ চলে আসছে আজীবনকাল। পুজোয় সেই জমিদারি চালচলন না থাকলেও হারিয়ে যায়নি হুগলির কোন্নগর ঘোষালবাড়ির ঐতিহ্য। পুজোর সেই জৌলুষকে ধরে রেখেছে ঘোষালবাড়ির নতুন প্রজন্ম। সম্রাট আকবরের শাসনকালে কোন্নগরের ঘোষালরা জমিদাররূপে স্বীকৃত হওয়ার ফলে ঘোষালবাড়িতে দুর্গাপুজো শুরু হয়। কথিত আছে, ঘোষালদের জমিদারভুক্ত হওয়ার পর হাওড়া ও হুগলির বিভিন্ন জমিদারী এলাকা থেকে প্রজারা দলে দলে উৎসবের দিনগুলিতে যোগ দিতে আসতেন। পুজোর চারদিনে এই ঘোষালবাড়িতে ভোজের পাত পড়ত। প্রজাদের সঙ্গে নিয়ে আসা কাঁচা আনাজ, মাছ ও নারকেল পুজোর কাজে ব্যবহৃত হয়। বৃটিশ শাসনকালে তৎকালীন ৭৫০ টাকা মঞ্জুর করা হতে পুজোর খরচ হিসাবে। এই ঘোষালবাড়ির পুজোতে বাইরে থেকে কোনও কেনা মিষ্টি দিয়ে ভোগ হয় না। প্রতিপদ ও পঞ্চমীর দিন বাড়িতে

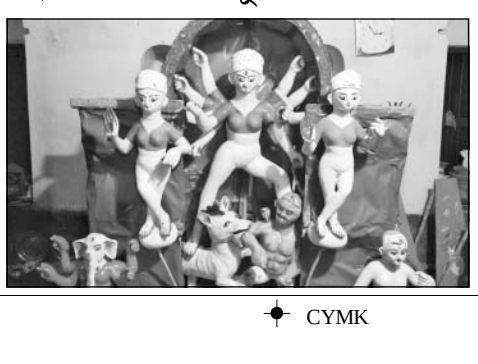

তৈরি হয় নারকেল নাড়ু। যা দিয়ে পুজোর কটা দিন ও দশমীর দিন মিষ্টিমুখ করানো হয় অতিথিদের। উদ্যোক্তাদের দাবি অনুযায়ী, এই পুজো এবছর ৫৬৪তম বর্ষে পদার্পণ করেছে। এবছর অষ্টমীর দিন বাড়ির মহিলারা ঠাকুর দালানে নৃত্যনাট্য পরিবেশন করবেন। বাকি কয়েকদিন ধরে চলবে কচিকাঁচা নিয়ে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। উল্টো রথের দিন কাঠামো পুজো দিয়ে শুরু হয় মূর্তি তৈরির কাজ। প্রতিপদ থেকে শুরু হয় চণ্ডীপাঠ। এই বাড়ির পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল পুজোর দিনগুলিতে ঢাকের বদলে ঢোল ও কাঁসর জানানো হয়।

ফোন- ০৩২১১-২৫৬৯৫০/মোঃ ৯৭৩২৮৪৩৬৭৭
নিরোগ ডায়াগনস্টিক
আরামবাগ (কোর্ট রোড), হুগলী
●সিটি স্ক্যান ●ডিজিটাল এক্সরে ●আল্ট্রাসোনোগ্রাফি ●কালার ডপলার ●ইকোকার্ডিওগ্রাফী ●প্যাথলজি ●এফ.এন.এ.সি. ●ই এম জি এন সি ডি ●বায়োপ্সি ●ই.ই.জি. ●ই.সি.জি
Dr. Nischay R, M.D. D.M.
প্রতি ইং মাসের প্রথম ও তৃতীয় রবিবার এন্ডোসকপি ও কোলোনসকপি করা হবে।